দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ০৪ MAY ১৯৯৮
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

৬৬

ছাত্র রাজনীতি

ছাত্র রাজনীতিতে সন্ত্রাস এবং শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ কলু[illegible] থেকেই দেশের বিভিন্ন সচেতন মহল থেকে দেশের নেতৃবৃন্দে[illegible] গ্রহণের জোর দাবি জানানো হচ্ছে। বর্তমান রাষ্ট্রপতি বিচার[illegible] নির্বাচিত হওয়ার অব্যবহিত পর থেকেই শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসের কলু[illegible] জানিয়ে আসছেন দেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের প্র[illegible]নি দাবি, কোন আহ্বানে এতদিন তেমন একটা সাড়া কেউ দেননি। বরং [illegible] যখন প্রথমাবস্থায় ছাত্র রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলেছিলেন, তখন বিভিন্ন রাজ[illegible]তিক মহল থেকে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাষ্ট্রপতি হতোদ্যম না হয়ে বিভিন্ন সময়ে ছাত্র রাজনীতিকে সন্ত্রাসমুক্ত এবং শিক্ষাঙ্গনগুলোতে লেখাপড়ার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বার বার আহ্বান জানিয়েছেন। অথচ কোন আহ্বানেই কেউ সাড়া দেননি। ইত্যবসরে কিন্তু ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে এবং সার্বিক পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার উপক্রম হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ২৩ এপ্রিল ভয়াবহ সংঘর্ষে আবার হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ২৭ ও ২৮ এপ্রিল সংঘাত চলেছে দফায় দফায়। ফলে ২ মে পর্যন্ত ক্লাস এবং ৬ মে পর্যন্ত সকল পরীক্ষা স্থগিত ঘোষণা করা হয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত মঙ্গলবার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করার জন্য রাষ্ট্রপতির প্রস্তাব সমর্থন করে বলেছেন, সকল দল রাজি হলে এ প্রস্তাব বাস্তবায়নে আমরা সহযোগিতা করব। রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবের পক্ষে এটি একটি বিলম্বিত সাড়া। তবে বিলম্বিত হলেও পরিপ্রেক্ষিত এখনও বিদ্যমান। তবে একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে অবৈধ অস্ত্রধারীদের দেখামাত্র গুলি করার নির্দেশ দানেও তাঁর আপত্তি নেই বলে মন্তব্য করেন এবং বলেন, যেহেতু এটি একটি কঠোর সিদ্ধান্ত এ জন্য তা বাস্তবায়নে বিরোধী দলসহ সকলের ঐকমত্য প্রয়োজন। ইতোমধ্যে তাঁর বক্তব্যের এ শেষাংশের বিষয়ে দেশের বিভিন্ন মহল প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল 'দেখামাত্র গুলি করার' বিষয়টি গণতান্ত্রিকতা এবং আইনের প্রায়োগিক বিধিবদ্ধতা বিঘ্নিত [illegible] হয়ে উঠতে পারে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন। তবে প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবিত শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাস দূর করার লক্ষ্যে সকল রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক অনুষ্ঠানের বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য। কারণ একমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই কি পদ্ধতি গ্রহণ করলে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সংঘাত বন্ধ করা যায় সেই কৌশলটি বেরিয়ে আসতে পারে। রাষ্ট্রপতি একটি প্রস্তাব করেছিলেন, সেই প্রস্তাবটিকে ঘিরেই রাজনৈতিক দলগুলোর নেতৃবৃন্দের মধ্যে আলোচনার সূত্রপাত হতে পারে। তবে একটি বিষয় সকলের মনে রাখা দরকার, ছাত্র রাজনীতির বিরুদ্ধাচরণ নয়, বরং শিক্ষাঙ্গনকে কলুষমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য নিয়েই আলোচনা ও উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

পরিস্থিতির গুরুত্ব অনুধাবনও একটি আবশ্যিক বিবেচ্য বিষয়। কারণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক সংঘাতের পর এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ছাত্র রাজনীতিতে সংঘাতের উপাদান রাজনৈতিক দল এবং বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মধ্যেই নিহিত। কিছুদিন আগে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত একটি অনুসন্ধানী রিপোর্টে দেখা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের বেশিরভাগই ছাত্র রাজনীতিবিমুখ, তারা জীবনের নিরাপত্তা এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ চায়। কিন্তু রাজনীতি নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন বেশিরভাগ শিক্ষকই। গত বুধবার রাষ্ট্রপতিও শিক্ষাঙ্গনের বিপন্ন পরিবারের জন্য শিক্ষক রাজনীতির নেতিবাচক দায় বহনের কথা বলেছেন।

গণতান্ত্রিক রাজনীতি দোষণীয় নয়, দেশের যে কোন সচেতন ব্যক্তিরই নাগরিক অধিকার আছে রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বনের। কিন্তু সেই পক্ষাবলম্বন যদি অন্য কারোর গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিঘ্ন ঘটায় এবং তা যদি অসহিষ্ণু ও সংঘাতশঙ্কুল পরিণতি ডেকে আনে তাহলে অভ্যাসের বিষয়গুলোর ভিত্তিতে অধিকারের বিষয়সমূহ পুনর্মূল্যায়িত হওয়া উচিত। রাজনৈতিক দলগুলো এবং ঢাকা-চট্টগ্রাম-রাজশাহী প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা, ছাত্র সংগঠনসমূহকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করবে কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়াটাই বেশি জরুরী। সাম্প্রতিক সংঘাতের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও বলেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংঘাত বন্ধের বিষয়টি নির্ভর করছে রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ওপর।

এ কথাটি নতুন নয় এবং প্রধানমন্ত্রীও মঙ্গলবার বলেছেন, আলোচনায় বসে সকল দল রাজি হলে রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবে তাঁর কোন আপত্তি নেই এবং আলোচনার মাধ্যমে সকল দল রাজি হলে এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে তাঁরা সকল প্রকার সহযোগিতা করবেন।

তবে বিতর্ক অন্য একটি বিষয়ে উঠতে পারে। সেটি হলো ছাত্র সংগঠন নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন নিয়ে। প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন নয়—সহযোগী সংগঠন। বিএনপি'র গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রদল তাদের অঙ্গসংগঠন। তবুও বিরোধী দলে থাকার সময় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের রাজনীতি বন্ধ করে দিয়েছিলেন, কিন্তু বিএনপি এই প্রক্রিয়ায় এগিয়ে আসেনি। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের রাজনীতি ছাত্রদের ওপর নির্ভরশীল নয়।

প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই, কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়ন করতে হলে বিবদমান ছাত্র সংগঠনসমূহের পশ্চাদশক্তিকে নিষ্ক্রিয় করতে হবে। এখানে কারা ছাত্র সংগঠনকে গঠনতন্ত্রে অঙ্গসংগঠন হিসাবে রাখল বা রাখল না, কিংবা বৃহত্তর পরিসরে ছাত্র সংগঠনের ওপর নির্ভরশীল হলো বা হলো না—এগুলো বড় বিষয় নয়। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনার অন্তরায় কোন বিষয়গুলো সেটাকেই বড় করে দেখা উচিত এবং তার ভিত্তিতেই আলোচনা শুরু করা উচিত।

সময়ের অনেক অপচয় হয়েছে এবং এর ফলে জীবনেরও অপচয় হয়েছে। এখন সম্যক পরিস্থিতি বিবেচনা করে সকল রাজনৈতিক দলকে একটি ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে যে, তারা শিক্ষাঙ্গনকে সন্ত্রাসমুক্ত করে শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনবে। আমরা আশা করব, সকল রাজনৈতিক দল ও বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষের সমন্বয়ে একটি আলোচনার উদ্যোগ অচিরেই গৃহীত হবে।